এ বছর আরো দু'দিন ছুটি বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষী পূজো ও দেওয়ালি দুদিন-ই রবিবার পড়েছে। তাই পরের দুদিন বাড়তি ছুটি মিলবে

সংবাদ ▪ সাহিত্য ▪ সাপ্তাহিক

প্রান্তর

ঐতিহ্যের শব্দমালায় আল্পনা...

Regd. with RNI : TRIBEN/2006/16929

আবার এক বছরের অপেক্ষা। বুধবার ফুরিয়ে গেলো ৪৪তম আগরতলা বইমেলা

PRANTAR, Weekly Newspaper, 20th year, Issue 51th, 14th January, 2026, Wednesday, Price : Rs.3/- প্রান্তর সাপ্তাহিক, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৫১, ১৪ জানুয়ারী২০২৬, বুধবার, মূল্য: ৩টাকা

ট্রাম্পের লাগাম টানলো দল

ওয়াশিংটন: ট্রাম্পের জারিজুরি শেষ? ভেনেজুয়েলার উপর আর সমালোচনার পর অবশেষে ট্রাম্প নিজের দলের লোকের কাছেই ক্ষমতা খর্ব করতে মার্কিন সেনেটে প্রস্তাব পাস। এরপর ভেনেজুয়েলার ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের নতুন সামরিক সিনেটে হওয়া ভোটে হেরেছেন পরবর্তী সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমিত করতে বৃহস্পতিবার মার্কিন সেনেট একটি ট্রাম্পের নতুন সামরিক পদক্ষেপের লাগাম টানতে যুদ্ধ হেরেছেন রিপাবলিকানরা। ভেনেজুয়েলায় পরবর্তী সামরিক ক্ষমতা সীমিত করতে দুদিন আগে মার্কিন সেনেট একটি প্রস্তাব করবে-এই কথা উল্লেখ করে এটিকে ভুল কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন জানিয়েছে ভেনেজুয়েলা। মুক্তি দেওয়া হচ্ছে ভেনেজুয়েলার না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা আক্রমণ শানাতে পারবেন না ট্রাম্প? সারা বিশ্বের হেরেছেন। ভেনেজুয়েলা সংকটে ট্রাম্পের সামরিক বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না ট্রাম্প। পদক্ষেপের লাগাম টানতে যুদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মার্কিন রিপাবলিকানরা। ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ভেনেজুয়েলায় ক্ষমতা নিয়ে মার্কিন সিনেটে হওয়া ভোটে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রহণ করেছে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তাকে ব্যহত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তবে সিনেটের পদক্ষেপকে স্বাগত রাজনৈতিক বন্দীদের। আর মাদুরোকে আমেরিকা ছেড়ে সমর্থকদের।

আইপ্যাক মামলায় নয়া মোড়!

কলকাতা:কলকাতা হাইকোর্ট আইপ্যাক ইস্যুতে তৃণমূলের দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি করেছে। 'আমরা কোনো নথি বাজেয়াপ্ত করিনি' ইডি তরফে এই দাবিতেই শেষ হলো মামলার লড়াই। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে ইডি আইপ্যাকের ডিরেক্টরের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল কেন? মমতা বন্দোপাধ্যায় যে অভিযোগ করছেন সেই নথিগুলোই বা গেল কোথায়। আদালতের লড়াইয়ে এই প্রশ্নের কোন উত্তর মিলেনি। এর আগে হাইকোর্টে মামলাটি উত্থাপনের দিন প্রচন্ড হৈ হট্টগোলে বিচারক সেদিন মামলা শুনতেই রাজি হননি। ১৪ তারিখ কোর্ট শুনানি স্থির করেছিল। তারই নিষ্পত্তি হলো ইডি পিছিয়ে যাওয়ায়। তবে সুপ্রিম কোর্টে এই ইস্যুতে আরেকটি মামলা রয়েছে।

ঐতিহ্যের সংস্কৃতি পৌষ সংক্রান্তি

অর্পিতা ঘোষ পালিত

সংক্রান্তি অর্থ সঞ্চার বা গমন করা। সূর্য্যের এক রাশি হতে অন্য রাশিতে সঞ্চার বা গমন করাকেও সংক্রান্তি বলা যায়। সংক্রান্তি শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও একই অর্থ পাওয়া যায়। সংক্রান্তি, সং অর্থ সঙ সাজা এবং ক্রান্তি অর্থ সংক্রমণ। অর্থাৎ, ভিন্ন রূপে সেজে অন্যত্র সংক্রমিত হওয়া বা নতুন সাজে, নতুন রূপে অন্যত্র সঞ্চার হওয়া বা গমন করাকে বোঝায়। সূর্য্য এ দিনই ধনু থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। এর থেকেই মকর সংক্রান্তির উৎপত্তি।

পৌষ বা মকর সংক্রান্তি আমাদের সংস্কৃতির একটি বিশেষ উৎসব বা বিশেষ ঐতিহ্যবাহী দিন। বাংলা মাস অনুযায়ী পৌষ মাসের শেষ দিনটিতে এই উৎসব পালন করা হয়। শুধু বাংলায় বাঙালিরাই নন, আমাদের দেশের নানা প্রান্তে এই দিনটিকে নানা ভাবে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সঙ্গে পালন করা হয়। এর সমার্থক শব্দগুলি হল পৌষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ, সাকরাত, তিল সাকরাত, মাঘা, ভোগী, পোঙ্গল ও সাকরাইন, যা মূলত নতুন ফসল কাটা, শীতের শেষ এবং সূর্য্যোদয়ের উৎসব।

সূর্য্য দেবের গুরুত্ব বৈদিক গ্রন্থ, গায়ত্রী মন্ত্রে উল্লেখ আছে এবং ঋগ্বেদ পাওয়া যায়। এটি হিন্দু ধর্মের পবিত্র স্তোত্র গায়ত্রী মন্ত্র, এবং মকর সংক্রান্তি এবং দেবতা বিষ্ণুর অবতার কল্কির জন্ম ও আগমনের সঙ্গেও সম্পর্কিত। সেই কারণে মকর সংক্রান্তি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য মানুষ নদীতে স্নান করেন, বিশেষ করে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী নদীতে। এই স্নান করলে নাকি পাপের ক্ষমা এবং পুণ্য অর্জন হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই এই উৎসব চলে আসছে। তবে সুস্পষ্টভাবে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ হলো ভারত উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে উদযাপিত মধ্য-শীতকালীন ফসল উৎসব। এটি বাংলা পৌষ মাসের শেষের দিন, গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীর প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি (অধিবর্ষে ১৫ জানুয়ারি) উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ সূর্য্যে র রাশিচক্রে ধনু থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের চিহ্ন হিসেবে পালন করা হয়। যেহেতু এই পরিবর্তন সূর্য্যে র দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী যাত্রার সঙ্গে মিলে যায়, তাই উৎসবটি সূর্য্য কে নিবেদিত এবং একটি নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে পালিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসবটি বহুদিন ধরে উদযাপিত হয়।

পৌষ বা মকরসংক্রান্তি একটা ফসলী উৎসব, যা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় পালিত হয়। ভারতে এই উৎসব অবশ্য রাজ্য ভেদে নানা নাম পেয়েছে। সাধারণত ১৪ জানুয়ারি বা তার এক দিন আগে-পরে এই তিথি আসে। তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, তার মেয়াদও আলাদা। কোথাও চার-দিন উৎসব হয়। বাংলায় পৌষ সংক্রান্তি, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, গুজরাতে উত্তরায়ণ, অসমে ভোগালি বিহু, কর্নাটকে মকর সংক্রমণ, কাশ্মীরে শায়েন-ক্রাত, অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় ”সংক্রান্তি” বা “পেড্ডা পণ্ডুগা”,ভোজপুরি অঞ্চলে ”খিচারি”, আসামে “মাঘ বিহু”, হিমাচল প্রদেশে

“মাঘি সাঝি”, কেরালায় “মকরাভিলাক্কু”, কর্ণাটকে “মকর সংক্রান্তি”, পাঞ্জাবে “মাঘি সাংগ্রান্দ”, জম্মুতে “মাঘি সাংগ্রান্দ” বা “উত্তরায়ণ”, হরিয়ানায় “সাকরত”, রাজস্থানে “সাকরাত”, মধ্য ভারতে “সুকরাত”, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশে “উত্তরায়ণ”, উত্তরাখণ্ডে “ঘুগুটি”, বিহারে “দই চিড়া”, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, গোয়া, এবং পশ্চিমবঙ্গে “মকর সংক্রান্তি” (যা বাংলায় ”পৌষ সংক্রান্তি” বা “মকর সংক্রান্তি” নামেও পরিচিত), উত্তর প্রদেশে “খিচরি সংক্রান্তি”, উত্তরাখণ্ডে “উত্তরায়ণি”, নেপালে “মাঘে সংক্রান্তি”, থাইল্যান্ডে “সংক্রান”, মিয়ানমারে “থিংজান”, কম্বোডিয়ায় “মোহন সংক্রান”, মিথিলায় “তিল সাকরাত”, এবং কাশ্মীরে “শিশুর সেংক্রাথ” নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির দিনে সারা ভারতজুড়ে সূর্য্য দেব, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা হয় এরকম নানা নামে একই উৎসব পালন করা হয়। মকর সংক্রান্তিকে ঘিরে উৎসব আক্ষরিক অর্থেই একটি সর্বভারতীয় উৎসব।

মকর সংক্রান্তি আসার কয়েকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। মাঠের থেকে বাড়িতে এসেছে নতুন ধান। গোলা ভর্তি সেই নতুন ধান থেকে তৈরি হয়েছে নতুন চালের গুড়ি। বাড়িতে নতুন গুড়ের সুঘ্রাণ। সব মিলিয়ে

মকর সংক্রান্তির প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। ওদিকে পুণ্যস্নানের লক্ষ্যে গঙ্গাসাগরে ভিড় জমিয়েছেন পুণ্যার্থীরা। এই পৌষ সংক্রান্তি উৎসবে ঘরে ঘরে তৈরি হয় নানা ধরনের পিঠে-পুলি ও মিষ্টি, যা নতুন চাল ও খেজুরের গুড় দিয়ে তৈরি, ঘুড়ি ওড়ানো, পটকা এবং ফানুস উড়িয়ে উৎসব পালন করে। এবং গঙ্গাস্নানের মাধ্যমে সূর্য্যকে স্বাগত জানানো হয়, যা মকর সংক্রান্তি নামেও পরিচিত।

মকর সংক্রান্তির এই তিথিতেই মহাভারতের পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন। আবার অন্য মত অনুযায়ী, এই দিনই দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। বিষ্ণু অসুরদের বধ করে তাঁদের কাটা মুন্ডু মন্দিরা পর্বতে পুঁতে দিয়েছিলেন, তাই মকর সংক্রান্তির দিনই সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাস হয়ে শুভ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে আজও

—শেষাংশ পৃষ্ঠা ৩

পেজ

সাধারণ হয়েও অসাধারণ রণছোড়দাস রাবারি

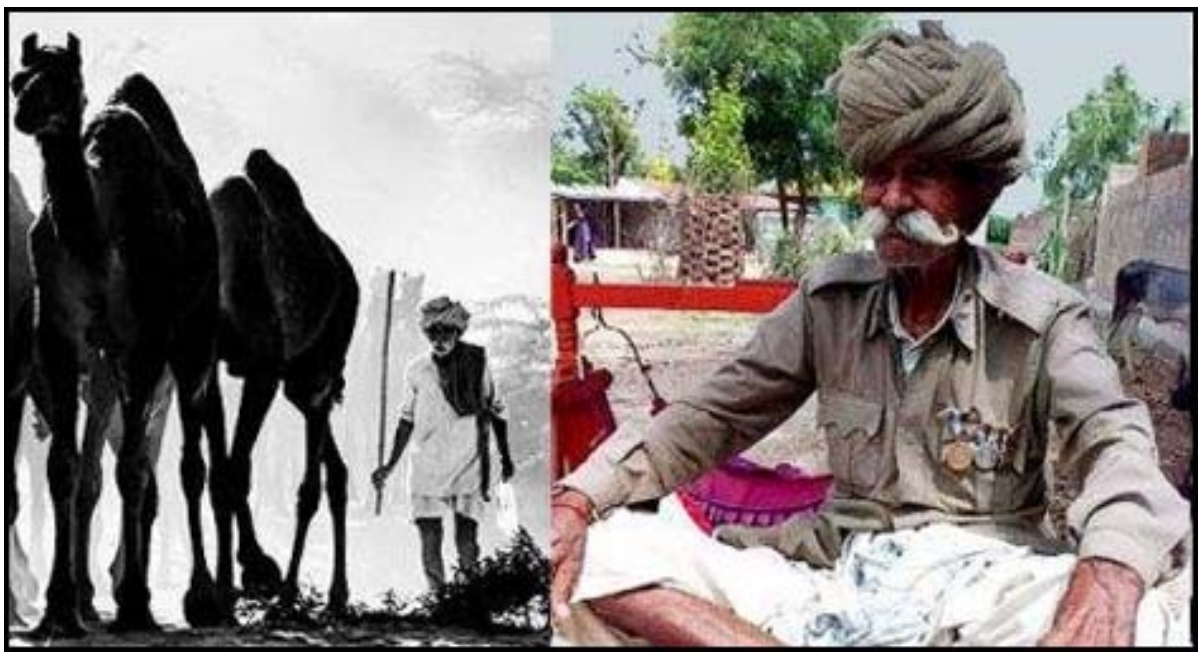

গুজরাট সীমান্ত। কচ্ছের রণ। দিগন্তজোড়া ধূসর মরুভূমি আর হাড়কাঁপানো বাতাস। জায়গাটা দিনের বেলা আগুনের মতো তপ্ত, আর রাতে বরফের মতো ঠান্ডা। এখানে দিকভুল হলে মৃত্যু নিশ্চিত। এই দুর্গম প্রান্তরেই বাস করতেন রণছোড়দাস রাবারি। পেশায় তিনি একজন সাধারণ উট চালক বা রাখাল। কিন্তু স্থানীয় মানুষ তাকে ডাকত "পাগি" নামে। "পাগ" মানে পা। যিনি পায়ের ছাপ পড়ে ভবিষ্যৎ বা বর্তমান বলে দিতে পারেন, তিনিই পাগি। রণছোড়দাস ছিলেন সেই বিদ্যার জাদুকর।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা ভারতের "ভিদকোট" পুলিশ পোস্ট দখল করে নেয়। ভারতীয় সেনার কাছে খবর ছিল না শত্রু ঠিক কোথায় এবং কতজন লুকিয়ে আছে। মরুভূমির বালিতে তাদের খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো। ঠিক তখনই ভারতীয় সেনা সাহায্য চায় রণছোড়দাসের। তিনি বালির ওপর উটের পায়ের ছাপ দেখলেন। কিছুক্ষণ ওভাবেই তাকিয়ে রইলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'উটের পিঠে মানুষ নেই, ভারী মালপত্র আছে। আর মানুষের পায়ের ছাপ বলছে ওরা সংখ্যায় ১২০০ জন।'

সেনা অফিসাররা অবাক। শুধু ছাপ দেখে এত ডিটেইলস! পাগি তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেলেন গভীর জঙ্গলের দিকে। তার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। ভারতীয় সেনা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে শত্রুদের ধসিয়ে দিল। সেই শুরু। রণছোড়দাস হয়ে উঠলেন সেনাবাহিনীর অনানুষ্ঠানিক চোখ।

কিন্তু আসল খেলাটা হলো ১৯৭১ সালে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। ভারতীয় সেনার লক্ষ্য পাকিস্তানের নগরপারকর দখল করা। কিন্তু রাস্তাটা ভয়ানক। বালির নিচে পাকিস্তানিরা হাজার হাজার ল্যান্ডমাইন পুঁতে রেখেছে। ভুল জায়গায় পা ফেললেই শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। রাতে মুভমেন্ট করতে হবে, কিন্তু রাস্তা চেনে কে? ডাক পড়ল রণছোড়দাস পাগির। তখন তার বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই। কিন্তু চোখের জ্যোতি যুবকের মতো। তিনি বললেন, 'ভয় নেই। আমার উটের পিছু পিছু আসুন।' গভীর রাতে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুরু হলো এক মরণ যাত্রা। সামনে পাগি, পেছনে ভারতীয় সেনার বিশাল কনভয়। পাগি বালির দিকে তাকিয়ে একেবেঁকে চলছেন। তিনি জানেন কোথায় মাটি নরম, কোথায় মাইন থাকতে পারে।

টানা ১২ ঘণ্টা। তিনি থামেননি। তিনি ভারতীয় সেনাকে এমন এক গোপন রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলেন যেখানে পাকিস্তান কোনোদিন ভারতীয়দের আশা করেনি। ভোরবেলা যখন ভারতীয় ট্যাঙ্কগুলো নগরপারকরের সামনে উপস্থিত হলো, পাকিস্তানিরা তখন ঘুমাচ্ছে। তারা ভাবতেই পারেনি যে মাইনফিল্ড পেরিয়ে কেউ এখানে আসতে পারে।

বিনা বাধায়, মাত্র অল্প কিছু গুলিবিনিময়ে ভারতীয় সেনা ওই গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট দখল করে নিল। এই বিজয়ের পেছনে কোনো জেনারেলের ম্যাপ ছিল না, ছিল এক বৃদ্ধের পায়ের ছাপ পড়ার ক্ষমতা। পাগি শুধু রাস্তা দেখাননি, তিনি যুদ্ধের সময় সেনার জন্য জলের ব্যবস্থা করেছিলেন, গোলাবারুদ পৌঁছে দিয়েছিলেন উটের পিঠে করে।

যুদ্ধের পর ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ নিজে এসেছিলেন সেই পোস্ট পরিদর্শনে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সেই ব্যক্তি যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে?' রণছোড়দাসকে তার সামনে আনা হলো। স্যাম বাহাদুর তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি নিজের পকেট থেকে ৩০০ টাকা বের করে পাগিকে দিলেন পুরস্কার হিসেবে। শুধু তাই নয়, স্যাম মানেকশ তাকে নিজের হেলিকপ্টারে চড়িয়ে পুরো এলাকা ঘুরিয়ে দেখালেন। একজন সাধারণ গ্রামবাসীর জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? রণছোড়দাস পাগি বলতেন, 'মরুভূমি আমার মা। আর মা তার সন্তানের কাছে কখনো মিথ্যা বলে না। বালি আমাকে বলে দেয় কে বন্ধু আর কে শত্রু।' তার এই ক্ষমতা কোনো জাদু ছিল না, ছিল আজন্ম সাধনা আর প্রকৃতির সাথে একাত্মতা। তিনি পুলিশ এবং বিএসএফ-কেও বহুবার সাহায্য করেছেন। স্মাগলাররা বর্ডার পার হওয়ার সময় উল্টো পায়ে হাঁটত যাতে কেউ বুঝতে না পারে তারা কোন দিকে গেছে। কিন্তু পাগি সেই চালাকিও ধরে ফেলতেন। তিনি বলে দিতে পারতেন লোকটি কতক্ষণ আগে গেছে, তার বয়স কত, এমনকি তার পায়ে চোট আছে কি না। ২০১৩ সালে ১১২ বছর বয়সে এই কিংবদন্তি মারা যান। তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। কিন্তু তার কাজ? তা অমর হয়ে আছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তাদের একটি বর্ডার আউটপোস্টের নাম রেখেছে তার নামে। গুজরাটের বনাসকান্থায় তার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। আজকের স্যাটেলাইট আর ড্রোন প্রযুক্তির যুগে রণছোড়দাসের গল্প হয়তো রূপকথার মতো শোনায়। কিন্তু ১৯৭১ সালের সেই রাতে, যখন প্রযুক্তি হার মেনেছিল, তখন এই মানুষটির দুটি চোখই ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় সার্ভেইলেন্স সিস্টেম। তিনি ইউনিফর্ম পরেননি, স্যালুট পাননি, কিন্তু তিনি ছিলেন ভারতের এক অঘোষিত জেনারেল। স্যালুট রণছোড়দাস পাগি। আপনার পায়ের ছাপ ধরেই আমরা বিজয়ের পথ চিনেছিলাম।

Source:
তথ্যসূত্র:

১. Wikipedia (Ranchordas Pagi)
২. Indian Aerospace Defence News (IADN) - The Story of Ranchordas Pagi- An Unknown Hero of India' (December ৫, ২০২৫)
৩. Medium Blog -The Human Map of Indian Deserts' by Waheeda"s Nook of Words (Aug ৩১, ২০২৪)

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: রণছোড়দাস রাবারি বা "পাগি" একজন বাস্তবিক চরিত্র। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ যুদ্ধে তার অবদানের জন্য তিনি পুলিশ মেডেল, সংগ্রাম মেডেল এবং সমর সেবা স্টার পেয়েছেন। বিএসএফ তার নামে একটি আউটপোস্ট উৎসর্গ করেছে।)

আর নেই হাঁড়িতে

রবিন কুমার দাস

শীত নাকি জম্পেশ মনে আনে ছন্দ
নানান ভোজনে মেলে নিত্য আনন্দ ,
কেউ খায় পিঠেপুলি , কেউ খায় খিচুড়ি
নলেন গুড়টা কই ! করল রে কে চুরি !

আসল মজাতো ছিল খেঁজুরের গুড়েতে
ডুবিয়ে চুবিয়ে খেলে মন ভাসে সুরেতে ,
খেতে বসে মজাদার পুরাতনী গল্পে
মনটাকি মানে নাকি পিঠে পুলি অল্পে ?

খেতে বড় ভাললাগে ক্ষীর পাটিসাপটা
পাতে দিলে বলি পিসি আরও আনো আটটা ,
হামাগুড়ি দেয় পেতে জানি তার চাপটা
লোভে বেশি খেয়ে মরি , বুকে ধরে হাঁপটা।

আরও চাই আরও চাই রব ওঠে বাড়িতে
চেয়ে দেখি সব সাফ , নেই আর হাঁড়িতে ,
অবশেষে উঠে যাই পেটে হাত চাপড়ে
পায়েসের বাটি কাঁদে কী আপদ বাপরে।

মায়ের হাতের জাদু

বিকাশকলি পোল্যে

শীত পড়লেই বাড়িতে মা
বানায় নানান পিঠে
মায়ের হাতের পিঠে খেতে
লাগে ভারি মিঠে।

নতুন গুড়ের গন্ধ পেলেই
মা'র কাছে ফরমায়েশ
দাও বানিয়ে মাগো এবার
নলেন গুড়ের পায়েস।

হার মেনে যায় অমৃত,
মা পায়েস বানালে
মা খুশি হয় এই কথাটা
লোককে জানালে।

ভাপা পিঠে,পাটিসাপটা
কিংবা রসের বড়া
দুধ পুলি আর পুর পিঠেতে
ভর্তি হাঁড়ি কড়া।

মায়ের হাতের পিঠে পুলির
হয় না তুলনা
শীতকালেতে মায়ের বাড়ি
আসতে ভুলো না।

শহতলীতে তৈরি হচ্ছিল বন্দুক, মিনি কারখানা উদ্ধার করল পুলিশ

আগরতলা: গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে আমতলী থানার পুলিশ হাঁপানিয়া সবুজ পল্লী গোয়ালাপাড়া এলাকায় বলবীর সিং সহ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু বন্দুকের গুলির খোসা, গুলি তৈরির তাজা বারুদ সহ বন্দুক তৈরির উদ্ধার সহ বলবীর সিং ওরফে ভিক্টু সিং কে গ্রেফতার করে। এদিন এই অভিযানে আমতলী থানার পুলিশের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন আমতলী থানার সেকেন্ড অফিসার মৃণাল কান্তি পাল, মহিলা সাব ইন্সপেক্টর সুস্মিতা দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আমতলির এসডিপিও পারমিতা পান্ডে, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব নাথ। এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সহ ফরেনসিক টিমকে। তারাও ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে এসে সব কিছুর খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেন। মঙ্গলবার রাতেই এসডিপিও পারমিতা পান্ডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে জানিয়েছেন ধৃত বলবীর সিং এর বিরুদ্ধে কলমচৌড়া থানায় একটি অস্ত্র আইনে মামলা রয়েছে, তখন সে তার নিজের স্ত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। তিনি আরো জানিয়েছেন থানায় তাকে দফায় দফায় জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। বুধবার তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে। তবে এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে এবং স্থানীয় এলাকাবাসীরা বলবীর সিং এর কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের কাছে।

পাড়ায় জাঁকিয়ে বসেছিল নেশার আসর, জালে ১

আগরতলা: মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার 'নেশা-মুক্ত ত্রিপুরা' গড়ার আহ্বানকে সামনে রেখে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল ধর্মনগর থানার পুলিশ। ধর্মনগর পূর্ব বাজার এলাকায় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদের এক ঠেক থেকে বিপুল পরিমাণ বিলাতি মদ উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে আটক করা হয় মূল পান্ডা হিসেবে চিহ্নিত সন্তোষ দত্তকে। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তর জেলার ধর্মনগর পূর্ব বাজার সংলগ্ন শনি মন্দির এলাকার আশপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অবৈধ মদের ঠেক নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল। অভিযোগ ছিল, প্রকাশ্যে ভেজাল ও বিলাতি মদের রমরমা কারবার চললেও রহস্যজনক কারণে প্রশাসনের তৎপরতা চোখে পড়েনি। ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছিলএটি কি পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি জেনেও না দেখার ভান? অবশেষে জন অভিযোগ ও ক্ষোভের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিনা দেববর্মার নির্দেশে পরিচালিত এই অভিযানে সন্তোষ দত্তের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে মদের মজুত উদ্ধার করা হয় এবং তাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, এককালীন অভিযান নয়, নেশার বিরুদ্ধে নিয়মিত নজরদারিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন সফল করতে হলে মাঠপর্যায়ের পুলিশকর্মীদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তারা। একই সঙ্গে কিছু অসাধু পুলিশ কর্মীর গাফিলতিতে যেন নেশাকারবারিরা ছাড় না পায়, সে বিষয়ে কড়া নজরদারির দাবি উঠেছে। বর্তমানে আটক সন্তোষ দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

নাগরিকত্ব ইস্যুতে আরও কঠোর নির্বাচন কমিশন

নয়া দিল্লি: নাগরিকত্ব নিয়ে ন্যূনতম সন্দেহ থাকলে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে না বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী প্রধান বিচারপতি সূর্য্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে বাংলার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালে এই অবস্থান স্পষ্ট করেন। তবে, কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে ইআরও (এলেক্টোরাল রোল অফিসার) যদি কোনো ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় না রাখেন, তা হলেও ওই ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া বা ডিপোর্ট করার অধিকার কমিশনের নেই। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিষয়ে মন্তব্য করে কমিশনের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, "কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব নির্ধারণ না করে, তবে সেই ব্যক্তি কি ভোটাধিকার হারাবেন?" এ উত্তরে কমিশনের আইনজীবী জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। তবে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এদিকে, তৃণমূলের রাজ্যসভার দুই সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং দোলা সেন এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি তুলে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁদের হয়ে শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি জানান, কমিশনের তথ্যগত অসঙ্গতির (লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি) তালিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদরা। এছাড়া, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পর্কে কমিশন যে সব নির্দেশনা দিচ্ছে, সেগুলি সমাজমাধ্যমের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে বলে আদালতকে জানান কপিল সিব্বল। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের নির্দেশ বিএলও-দের পাঠানো হচ্ছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি হবে প্রধান বিচারপতির আদালতে।

সংস্কৃতি পৌষ সংক্রান্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানা হয়। অন্য মতে, সূর্য্য এ দিন নিজের ছেলে মকর রাশির অধিপতি শনির বাড়ি এক-মাসের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলেন। তাই এই দিনটিকে বাবা-ছেলের সম্পর্কের একটি বিশেষ দিন হিসাবেও ধরা হয়।

পৌষ বা মকর সংক্রান্তির দিন দূর যাত্রা করা শুভ নয় বলে মনে করা হয়। কোথাও গেলেও নিজের বাড়িতে ফিরে আসা উচিত বলে মানুষের বিশ্বাস।

পৌষ সংক্রান্তির কিছু পালনীয় নিয়ম আছে। যেমন— মকর সংক্রান্তির দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নান করে উঠোনে বা ঘরে আলপনা দিয়ে সূর্য্য দেবের পুজো করার নিয়ম।

ভিমকর সংক্রান্তিতে গুড়, চাল, দুধ ইত্যাদি সহকারে নানা ধরনের উপাদেয় মিষ্টি, পিঠে, পুলি, পায়েস ইত্যাদি বানানো হয়, তার পর দেবতাকে নিবেদন করার পর খাওয়া হয়। বাড়িতে অতিথি এলে তাকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

কথিত, এই বিশেষ দিনটিতে সূর্য্য দেব পুত্র শনির প্রতি তাঁর ক্ষোভ ভুলে যান এবং তাঁর গৃহে সূর্য্য দেবের আগমন ঘটে। তাই এই দিনে সকলে মিলিত হন এবং মিষ্টিমুখ করানোর মাধ্যমে মিষ্টি সম্পর্ক বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন।

যে কোনও উৎসবের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে মানুষের মিলনের আনন্দ বার্তা। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সংক্রান্তির স্নান শেষে ধানের খড়ের আগুন জ্বালিয়ে গ্রাম জুড়ে আট থেকে আশির শরীর উষ্ণ করার ছবি। গ্রামের বাড়ির উঠোনে মহিলারা আলপনা এঁকে ধান-দূর্বা দিয়ে পূজা করে।

পৌষ আগলানো বলে একটি গান আছে। এটি মূলত বাংলার লোক-সংস্কৃতির একটি অংশ, যা সমৃদ্ধি ও শস্যের প্রাচুর্য্যের কামনায় পালিত হয়। পৌষ আগলানো মন্ত্র বলতে মূলত পৌষ সংক্রান্তির রাতে গাওয়া কিছু লোকগান ও ছড়াকে বোঝানো হয়, যার মূল ভাব হল পৌষ মাসকে বিদায় না দিয়ে তাকে ধরে রাখা, যাতে নতুন ফসলের প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধি সারা বছর থাকে।

'এসো পৌষ যেওনা' গানটি মূলত পৌষ পার্বণ বা পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে গাওয়া একটি লোকগীতি/ছড়া, যার মূল ভাব হলো পৌষ মাসকে বিদায় না জানিয়ে ঘরে ধরে রাখার আকুতি, 'এসো পৌষ যেও না, জন্ম-জন্ম ছেড়ো না' এই পংক্তিটি জনপ্রিয়, যা সম্পদ ও সমৃদ্ধির (বিশেষত মা লক্ষ্মীর) প্রতীক হিসেবে পৌষ মাসকে বোঝায়, এবং এর বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে যেমন: 'এসো পৌষ, বসো পৌষ, না যেও ছাড়িয়ে, ছেলেপুলে ভাত খাবে সোনার থালা ভরিয়ে'। এটি রাঢ় বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী লোকগান, যা কৃষিজীবী পরিবারে পৌষ সংক্রান্তির (আমন ধান কাটার পর) রাতে গাওয়া হয়, যেখানে পৌষকে মা লক্ষ্মীর রূপ হিসেবে কল্পনা করা হয়।

পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতে কৃষকের পরিবারে এই গান গাওয়া হতো এবং ধানের আঁটি থেকে নতুন ধান বের করে সেটিকে আরও নতুন ধানের সঙ্গে মিশিয়ে "মুট লক্ষ্মী" পূজা করা হতো, যা সমৃদ্ধির প্রতীক।

এই প্রথার উদ্দেশ্য ছিল পৌষ মাসকে বিদায় না জানিয়ে তার প্রাচুর্য্য ও শস্যকে ধরে রাখা, যাতে সারা বছর অভাব না হয়, তাই এটি ছিল মূলত শস্য ও লক্ষ্মীকে আগলে রাখার একটি লোকআচার। শেষ পৌষের রাত কিম্বা ভোরে কান পাতলে আজও শোনা যায় মহিলাদের সমবেত গলায় ওই জাতীয় ছড়া। প্রায় সমস্ত ধরণের শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁওয়া লাগলেও পৌষ আগলানোর ওইসব ছড়া আজও গ্রামে গঞ্জে অবিকৃত রয়েছে। দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে ধনীর প্রাসাদেও একই সুরে সমোচ্চারিত হয় ওইসব ছড়া। শাশুড়ি কিম্বা মায়ের মাধ্যমে মেয়ে কিম্বা বৌমা"দের মধ্যে পরম্পরা বাহিত হয়ে চলে আসছে ওইসব ছড়া। আধুনিকতার ছোঁয়াচ এড়িয়ে আজও অধিকাংশ পরিবারে টিকে রয়েছে পৌষ আগলানোর উৎসব। ওই উৎসব পালনের জন্য এদিন সকাল থেকেই কার্য্যত সাজো সাজো রব পড়ে যায়। উৎসব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিবারের মহিলারা হিমসিম খেয়ে যান।

শহর কেন্দ্রিক বদলে যাওয়া গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির উৎসব নিয়ে আসে আনন্দ বার্তা। পৌষ সংক্রান্তিতে নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় স্নিগ্ধ সবুজ গ্রাম। শহরের ব্যস্ত জীবনেও দোকানে সেজে ওঠে, চালের গুঁড়োর প্যাকেট, খেজুর গুড়। বর্তমানে পিঠে নানা ধরনের পিঠে পায়েস সবই সহজলভ্য দোকানে। তবে শহরেও বেশ কিছু পরিবার আজও পালন করে পৌষ সংক্রান্তির উৎসব। বাড়িতেই তৈরি করেন পিঠে-পুলি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই যে এ দেশের মূল মন্ত্র, মকরের উৎসবেই তার প্রমাণ ও প্রকাশ।

পৌষ সংক্রান্তিতে "আউনি বাউনি" বা "আগলওয়া" হল একটি শস্যোৎসব, যেখানে নতুন পাকা ধানের শিষ ও খড় দিয়ে বিশেষ সজ্জা তৈরি করে ঘরের লক্ষ্মীকে "আটকে রাখা" বা সৌভাগ্য ধরে রাখার একটি প্রথা। এতে ধানের শিষ বিনুনি করে ফুল-পাতা গেঁথে দরজা, টাকা-পয়সা গয়না রাখার জায়গায়, ঢেঁকির খুঁটিতে বাঁধা হয় এবং "আউনি বাউনি 'কোথাও না যেও' ধরনের ছড়া আওড়ানো হয়, যা ফসলের প্রাচুর্য্য ও গৃহস্থের সমৃদ্ধি কামনার প্রতীক। এটি মূলত শস্যদেবীর পূজা ও নব-শস্যের আগমনকে স্বাগত জানানোর একটি ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসব, যা এখন অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে। নতুন ফসলের প্রাচুর্য্য ও গৃহস্থের সমৃদ্ধি কামনা এর মূল বার্তা। 'আউনি বাউনি চাউনি/ তিন-দিন কোথাও না যেও/ ঘরে বসে পিঠে-ভাত খেও।" তিন-দিন অর্থাৎ আজ, কাল, পরশু। প্রচলিত এই ছড়ার পিছনেই লুকিয়ে বাঙালির চিরাচরিত উৎসব, পিঠে উৎসব। অর্থাৎ, পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন, পৌষ সংক্রান্তির দিন এবং পরের দিন। নতুন চালের গুঁড়ি আর নলেন গুড়ের মিশেল, আর তাকে সঙ্গত করছে খাঁটি দুধ। এ-স্বাদ যেন অমৃত। চেখে না দেখলে মাহাত্ম্য বোঝা অসম্ভব।

গ্রামে গ্রামে ঢেকিতে, গানের মধ্যে চাল গুঁড়ো করার ছবিও হয়তো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে নগরায়নের জন্য।

যে কোনও উৎসবের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে মানুষের মিলনের আনন্দ বার্তা।আশঙ্কা জাগে, আত্মকেন্দ্রিকতার বাড়বাড়ন্তে পৌষ সংক্রান্তিও না কোনও একদিন কাহিনি হয়ে বেঁচে থাকে লেখার পাতায় পাতায়!

১) এই সময়,
২)আনন্দবাজার পত্রিকা,
৩)বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ— ড: বরুণকুমার, সম্পাদক,
৪)বাংলার লোকসংস্কৃতি --- আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ।

ঐতিহ্য পরম্পরা নিয়েই আধুনিক হতে হবে , পিঠে পুলি উৎসবে রতন নাথ

আগরতলা: শিল্পের মাধ্যমে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জীবিত করে রেখেছেন আলপনা গ্রামের মানুষ। হারিয়ে যেতে বসা প্রাচীন সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, লোকগান, বাউল গান, যাত্রাপালা, নাটক, কীর্তনসহ নানা সাংস্কৃতিক ধারাকে আবারও সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চলছে। আজ লক্ষ্মামুড়ার আলপনা গ্রামে তিন দিনব্যাপী আলপনা ও পিঠেপুলি উৎসব ২০২৬-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ। আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। মন্ত্রী বলেন যে কাজই করা হোক না কেন, তা মন-প্রাণ দিয়ে করা উচিত। ভারতবর্ষের মতো দেশ পৃথিবীতে আর নেই। এখানে সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্যসবকিছুর এক অপূর্ব সমাহার রয়েছে। সেই কারণেই সারা বিশ্বের মানুষ ভারতের সৌন্দর্য্য ও সংস্কৃতি দেখতে আসে। তিনি বলেন, আলপনা গ্রামে এসে তিনি দেখেছেন কীভাবে মানুষ মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। গ্রামের মানুষ নানান ধরনের সবজি চাষ করছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখছেন। আলপনা গ্রাম আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এটাই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে আসছেন,। তিনি বলেন, শীতকালে দেশজুড়ে পিঠেপুলি উৎসব, গ্রামীণ মেলা, নগরকীর্তন, লোকসংগীত, যাত্রাপালার মতো নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রকৃতি, কৃষি ও হাজার বছরের সামাজিক সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন এই সময়টা শুধু আনন্দের নয়, কৃষকদের সাফল্যের সময়ও বটে। দীর্ঘদিন মাটিতে পরিশ্রম করার পর এই সাফল্য আসে। কৃষি কোনো একক মানুষের কাজ নয়এটি পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস।

মথা ভাঙছে, ভাজপায় ফের যোগদান ছাওমনুয়

আগরতলা: ছাওমনু বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চালিতাছড়া পঞ্চায়েতের সাধুজন পাড়ায় রাজনৈতিক মহলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর ধরে বিরোধী দল সিপিআইএমের সঙ্গে যুক্ত থাকা ১২ পরিবারের মোট ২৭ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন। এদিন এক সংক্ষিপ্ত যোগদান কর্মসূচির মাধ্যমে নব যোগদানকারীদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের স্বাগত জানান স্থানীয় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মন্ডল সভাপতি বিপ্লব চাকমা সহ অন্যান্য স্থানীয় ও দলীয় নেতৃত্ব। নব যোগদানকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দলে থাকা সিপিআইএমের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, জনপরিষেবা ও সাংগঠনিক সক্রিয়তার অভাব তারা অনুভব করেছেন। বিজেপির উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে আস্থা রেখেই তারা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তারা।

মকর সংক্রান্তির আনন্দে ঘরে ঘরে পিঠেপুলির উৎসব, শীতের সকালে রাজ্য জুড়ে ঐতিহ্যের লালন

আগরতলা: মকর সংক্রান্তি। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই দিনটি অনেকের কাছে পরিচিত পৌষ সংক্রান্তি নামেও। শীতের আমেজ আর উৎসবের আনন্দে ভরে উঠেছে গ্রাম থেকে শহরত্রিপুরার প্রতিটি প্রান্ত। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে পিঠেপুলি বানানোর ধুম, আর তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মা, মাসি, দিদি, বৌদি থেকে শুরু করে পরিবারের প্রায় সব মহিলা সদস্যরা। চিরাচরিত প্রথা মেনে গতকাল থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। চালের গুঁড়ো, নারকেল, গুড়, খেজুর গুড়সব মিলিয়ে রান্নাঘরে চলছে উৎসবের ব্যস্ততা। ভাপা পিঠে, পাটিসাপটা, দুধ পুলি, চিতই পিঠে, তেল পিঠে সহ নানা স্বাদের পিঠে তৈরি হচ্ছে একের পর এক। বাড়িতে বাড়িতে চলছে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়নের তোড়জোড়। এমনই কিছু রঙিন ও আনন্দঘন মুহূর্ত এদিন লক্ষ্য করা যায় গোটা রাজ্যে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাড়ির মহিলারা জানান, মকর সংক্রান্তি মানেই পিঠেপুলি আর পারিবারিক মিলন। আধুনিক ব্যস্ত জীবনের মাঝেও এই দিনটিতে সবাই সময় বের করে একসঙ্গে বসে পিঠে বানান ও খানএটাই এই উৎসবের আসল আনন্দ। তাদের কথায়, এই উৎসব শুধু খাবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার একটি উপলক্ষ। মকর সংক্রান্তিকে ঘিরে তাই শুধুই উৎসব নয়, বরং ভালোবাসা, মিলন আর ঐতিহ্যের বন্ধনে আরও একবার আবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রতিটি পরিবার।

পাষণ্ড ছেলে, আক্রান্ত বাবা, প্রতিবেশিদের হাতে গণধোলাই খেয়ে গারদে ১

আগরতলা: বৃদ্ধ বাবার উপর নির্যাতনের অভিযোগে এক রাষ্ট্রবাদীকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী। ওই ঘটনায় শ্রীনগর থানার অন্তর্গত ৮ নম্বর পাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বৃদ্ধ বাবার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। আজ সকালেও মদমত্ত অবস্থায় তাঁর বাবাকে মারধর করে। ওই নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছালে বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে আসে। এরপর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন এবং তাকে গণধোলাই দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শ্রীনগর থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, দমকলকর্মীরা আহত অবস্থায় বৃদ্ধ বাবাকে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বৃদ্ধ বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, কঠোর শাস্তির মাধ্যমেই এই ধরনের অমানবিক ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া উচিত।

ফের দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে যান দুর্ঘটনা, আহত একাধিক

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি : গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একই জাতীয় সড়কে ফের ভয়াবহ যানদুর্ঘটনার সংগঠিত হল। সোমবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় জাতীয় সড়কে দুইটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় একটি বিলাসবহুল গাড়ির চালকসহ একাধিক যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন আগন্তুক রায়, জয় দেবনাথসহ আরও কয়েকজন। সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়ি দুটির সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আহতরা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই একই সড়কে এটি তৃতীয় দুর্ঘটনা। একের পর এক দুর্ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সড়কে যান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবিও উঠেছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের রমরমা ব্যবসা, প্রশাসন নির্বিকার বিপন্ন সাধারণ মানুষ

আগরতলা: ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্যের অবাধ বেচাকেনা নিয়ে চরম উদ্বেগে সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে প্যাকেটজাত চিপস, চানাচুর, পাপড়, দুধসহ নানা ধরনের খাদ্যসামগ্রী, যেগুলির অধিকাংশই নির্ধারিত মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খোদ গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারের বড় বড় পাইকারি মোদি দোকানগুলিতেই মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্যের রমরমা ব্যবসা চলছে। নিয়ম অনুযায়ী মহকুমা খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিত বাজার তল্লাশি ও অভিযান চালানোর কথা থাকলেও বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। অভিযোগ, ছয় মাস বা এমনকি এক বছরেও একবার কার্য্য কর অভিযান হয় না। প্রশাসনের এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নির্বিঘ্নে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি করে চলেছে। জানা যায়, কোনো সচেতন বা শিক্ষিত ক্রেতা মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের বিষয়টি লক্ষ্য করলে দোকানদাররা দুঃখপ্রকাশ করে সেই পণ্য সরিয়ে নতুন পণ্য দিয়ে দেন। কিন্তু অশিক্ষিত বা কম সচেতন ক্রেতাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। তারা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না যে তারা মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার কিনছেন। এর ফলস্বরূপ গ্রাম ও পাহাড়ি এলাকার মানুষজন, বিশেষ করে শিশুরা এসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকার সচেতন মহল ও অভিভাবকদের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বেসামাল বিএসএফ'র গাড়ি আহত যুবক

আগরতলা: সোনামুড়া থানাধীন এনসিনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন এক বাইক চালক। আহত যুবকের নাম শাহরুখ হোসেন(২৮)। তার বাড়ি সোনামুড়া উত্তর আড়ালিয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় বাইক চালকের হাতে গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহত যুবককে উদ্ধার করে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, বিএসএফের গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে বাইক চালককে ধাক্কা দেয়, যার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক : বিজয় পাল কর্তৃক অনলাইন প্রিন্টিং প্রেস, বনমালীপুর গণরাজ চৌমুহনী, থানা রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা হইতে মুদ্রিত ও রামনগর রোড নং ৮ (শেষ প্রান্ত), পো: রামনগর, আগরতলা-৭৯৯০০২ হইতে প্রকাশিত, ফোন নং ঃ ৯৪৩৬১২৩৮০৮

Woner, Publisher, Printer & Editor : Bijoy Paul, Printed at Online Printing Press, Banamalipur Ganaraj Chowmuhani, Thana Road, Agartala, West Tripura - 799001, Tripura & Published from Ramnagar Road No. 8 (Last Part), P.O. : Ramnagar, Agartala-799002, Ph. No. : 9436123808, e-mail : prantarpatrika@gmail.com